অংশীদারীত্বের নীতিমালা
একটি ঘোষিত অঙ্গীকার

১২ই জুলাই ২০০৭ তারিখের গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান প্লাটফরম সত্যায়ন।

গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান প্লাটফরম বা বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণমূলক কর্মকান্ড, যা জুলাই ২০০৬ সালে সৃষ্টি করা হয়, ইউএন এবং ইউএন বহির্ভুত মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমতার ভিত্তিতে একত্রিত করেছিল।

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবকল্যাণ মূলক কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে পালনের আপ্রান চেষ্টার মাধ্যমে তাদের (পার্টনার এনজিও) কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং সেবাগ্রহণকারী জনগনের নিকট জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকবে।

২. মানবকল্যাণ মূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থার মতামতের ভিন্নতা থাকলেও তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. ফলপ্রসু অংশীদারীত্ব গঠন এবং তা প্রতিপালনের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে হবে।

বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ মূলক কর্মকান্ড মঞ্চে অংশগ্রহণকারী সংস্থারা যে সকল নীতির ভিত্তিতে তাদের অংশীদারীত্ব কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তা নিম্নরূপঃ

সমতাঃ

সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য আকার এবং ক্ষমতা নির্বিশেষে অংশীদারী সংগঠন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য এবং আত্মনির্ভরশীলতাকে সম্মান দিতে হবে এবং পারস্পারিক অঙ্গীকার সহ প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। গঠনমূলক কর্মকান্ডে ভিন্নমত থাকলেও, সংস্থাসমুহ একে অপরের প্রতি সম্মান দেখাতে বাধা প্রদান করবে না।

স্বচ্ছতাঃ

সম-পর্যায়ের সংগঠনসমুহের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্বচ্ছতা অর্জন করতে হবে। পারস্পরিক যোগাযোগ এবং স্বচ্ছতা (আর্থিক সহ) সংস্থাসমুহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করবে।

ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতিঃ

মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম হবে কর্মভিত্তিক ও বাস্তবমুখী। এজন্য প্রয়োজন হবে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমুহের মধ্যে ফলপ্রসু সমন্বয় যা যোগ্যতা এবং সুদৃঢ় পরিচালন ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে।

দায়িত্বঃ

সংগঠনসমুহের উপর অর্পিত দায়িত্ব সূচারুরুপে পালনের জন্য প্রয়োজন হবে ন্যায়পরায়নতা, প্রাসংগিক ও যতার্থ কর্মসূচী এবং এগুলোই হবে তাদের পারস্পরিক নৈতিক দায়িত্ব। তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর তারা কোন কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে। মানবতা বিরোধী কর্ম-কান্ড কঠোর ও চূড়ান্তভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

অভিনন্দনঃ

মানবকল্যাণ মূলক সংগঠনসমুহের তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধা বিশ্লেষন করা এবং পারস্পরিক অবদানকে স্বীকৃতী দেওয়া হয়, তবে তা তাদের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পদ গঠন ও সম্প্রসারনের একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে। জরুরী প্রয়োজনে মানবকল্যাণমূলক সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ঠ থাকবে। ভাষা ও কৃষ্টি বাধা হয়ে দাড়াবে না, এটিকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।